চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ২৪.১১.২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

প্রতিটি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ করতে চান মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম নগরীর ৪১ টি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ করতে চান বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। সোমবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন এ কথা জানান। সভায় চসিকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম এবং প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার লতিফুল হক কাজমি। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক রাসেল আহমেদসহ ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ও প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ছাত্ররা চট্টগ্রাম নগরীকে ক্লিন, গ্রিন, হেলদি সিটি হিসেবে গড়তে মেয়রকে সহায়তার আশ্বাস দেন। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের দাবির মধ্যে ছিল নগরী জুড়ে খেলার মাঠের সুবিধা বৃদ্ধি করা, বিপ্লব উদ্যানকে অবাধ বাণিজ্যিকীকরণ থেকে রক্ষা করে নগরবাসীর জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা, নগরী জুড়ে যে সমস্ত নালা উন্মুক্ত রয়েছে সেগুলো উপর স্ল্যাব নিশ্চিত করা, শহর জুড়ে ভেঙে যাওয়া সড়ক গুলোকে সংস্কার করা, চাঁদাবাজি-দখলবাজির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, আগ্রাবাদ মোড়ে অবৈধ হকার উচ্ছেদ করা, নগরীর গণপরিবহন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনা, কিশোর গ্যাং কালচার বন্ধ করা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করা, চট্টগ্রামের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, মাদক বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে চট্টগ্রামের যে ১১ জন শহীদ হয়েছেন তাদের পরিবারের একজন করে সদস্যর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, হয়রানিমূলক মামলা বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ। ছাত্রদের বক্তব্যের পর মেয়র বলেন, আমি আপনাদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। আপনারা যেসব দাবি জানাচ্ছেন সেগুলোর অধিকাংশ আমি শপথের পরপরই চট্টগ্রামে আসার পর বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছিলাম। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে ইতোমধ্যে পাহাড়তলীর শেখ রাসেল শিশু পার্কের নাম পরিবর্তন করে ছাত্র আন্দোলনে চট্টগ্রামের প্রথম শহীদ ওয়াসিম আকরামের নামে নামকরণের ঘোষণা দিয়েছি।

“আমার ইচ্ছা নগরীর ৪১ টি ওয়ার্ডেই খেলার মাঠ গড়ে তুলব। কারণ আমি দেখেছি শিশুদের খেলার অধিকার নিয়েও বৈষম্য তৈরি হয়েছে। টার্ফ গড়ে উঠার কারণে অস্বচ্ছল ঘরের ছেলেরা খেলতে পারছে না। এ কারণে আমার ইচ্ছা প্রতিটি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ নিশ্চিত করা। শিশুদের খেলার মাঠে ফিরাতে পারলে মাদক সমস্যা, কিশোর গ্যাং কমে আসবে। এছাড়া আগ্রাবাদ শিশু পার্ক, জিয়া শিশু পার্ক, বহদ্দারহাট স্বাধীনতা কমপ্লেক্সও নগরবাসীর জন্য উন্মুক্ত করতে পদক্ষেপ নিয়েছি। আমি তোমাদের বিপ্লব উদ্যানে গিয়েছি, সেখানে একটা স্ট্রাকচার করা হচ্ছিল সেটি ভেঙে দিয়েছি। আমি সরাসরি বলে দিয়েছি যে বিপ্লব উদ্যানে গ্রীন পার্ক হবে এবং সেখানে বিপ্লব উদ্যানের যে ঐতিহাসিক ভূমিকা সেটি সম্পর্কে কিছু স্মৃতিফলক থাকবে।”মেয়র আরো বলেন, আগস্ট মাসের যে গণহত্যা হয়েছে, সে গণহত্যায় শহীদদের আমি শ্রদ্ধা জানাই। আন্দোলন চলাকালে আহতদের আমি আমার দুইটা হসপিটাল ট্রিটমেন্ট এবং হলি হেলথ হসপিটালে চিকিৎসা দিয়েছি। ৫ই আগস্টের পরে প্রায় প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে আমি নিজে গিয়েছি আহতদের দেখতে। চোখের সমস্যা, গুলিবিদ্ধ, হামলার শিকার অনেকে আমার সাথে যোগাযোগ করেছে। আমি যথাসাধ্য সেবা দেয়ার, তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি আমার দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে। সিটি গভার্নমেন্ট প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, নগর সরকার নাই চট্টগ্রামে। এ বিষয়ে কেউ কথা বলছে না। আমি একা কথা বলছি। নগর সরকার ছাড়া পরিকল্পিত উন্নয়ন শুধু চট্টগ্রামে না সারা বাংলাদেশে অসম্ভব।সবগুলো সেবা সংস্থা যদি সিটি কর্পোরেশনের অধীনে কাজ না করে তাহলে কখনো পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্ভব না। জলাবদ্ধতার প্রকল্প নিয়েও বৈষম্য হয়েছে। যে প্রকল্প চসিক করার কথা সেটা করছে সিডিএ। এখন এ প্রকল্প শেষ হলে হ্যান্ডওভার করবে চসিককে। কিন্তু এ প্রকল্প কীভাবে সচল রাখা যায়, কীভাবে এগুলোর ব্যয় নির্বাহ হবে তা নিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে।পরিচ্ছন্ন বিভাগের কাজের তদারকিতে ছাত্রদের সহায়তা চেয়ে মেয়র বলেন, ছাত্ররা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে আমাদের পরিচ্ছন্ন বিভাগের যে কার্যক্রম চলছে তা ঠিকমতো হচ্ছে কী না তা তদারকি করতে পারে। ডেঙ্গু ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতেও কাজ করতে পারে ছাত্ররা। এছাড়া স্থানীয় যে কোন সমস্যা আমাকে জানালে আমি সমাধানের উদ্যোগ নিব।

“মাদকমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, চাঁদাবাজ মুক্ত একটা নিরাপদ শহর তৈরি করতে চাই যেখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একটা নিরাপদ শহরে থাকতে পারি। এই কনসেপ্টের জন্য তোমাদের এগিয়ে আসতে হবে। আমি চাই যেখানে সন্ত্রাস হবে, চাঁদাবাজি হবে, যে করুক তোমরা সেখানে দাঁড়িয়ে যাবে। প্রয়োজনে আমাকে যদি তোমরা বল সেখানে আমি এসে তোমাদের সাথে সার্বিক সহযোগিতা করব।” চসিককে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি করতে নেয়া উদ্যোগ সম্পর্কে মেয়র বলেন, আমি বন্দর থেকে ১ শতাংশ হিস্যা পেতে কাজ করছি। এছাড়া, বাণিজ্যিক স্থাপনাগুলো থেকে ট্যাক্স আদায়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে কাজ করছি। চসিককে ঠকিয়ে চসিকের যেসব ভূমি ও স্থাপনার বিষয়ে চুক্তি হয়েছে সেগুলো বাতিল করব। চসিকের মার্কেট ও দোকানগুলোর ভাড়া পুন:নির্ধারণ করা হবে।

শিক্ষার্থীদের নিয়ে চট্টগ্রামকে ক্লিন, গ্রিন, হেলদি সিটি গড়তে চাই মেয়র ডা.শাহাদাত

ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে চট্টগ্রামকে ক্লিন, গ্রিন, হেলদি সিটি হিসেবে গড়তে চান চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।সোমবার নগরীর কৃষ্ণকুমারী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন মেয়র। ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, কৃষ্ণকুমারী সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের এই ভবনটি কৃষ্ণকুমারীর নয় এই ভবনটি মিউনিসিপাল মডেল হাই স্কুলের। তোমাদের দাবি যৌক্তিক। পরের গৃহে থাকতে কার না ভালো লাগে! নিজের গৃহেই তো সবচেয়ে বড় সুখ।এই স্কুলটি অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী ও পুরানো স্কুল। ১৯২৭ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি ছাত্রীদের একটা সুখবর দিতে চাই। আশা করি নতুন বছরে তোমরা নতুন ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। স্কুল হেলথের যে কথাগুলো আমাদের ডাক্তাররা বলেছেন সেখানে আমি বারবার বলেছি যে মর্নিং ব্রেকফাস্ট উপর নজর দিতে হবে কারণ শিক্ষার্থীগন যখন সকালে স্কুলে যায় সে সময় থেকে চারটা পর্যন্ত তদের স্কুলে থাকতে হয়। কাজে মর্নিং ব্রেকফাস্ট যদি তারা না করে তাহলে তাদের ব্রেইনটা ঠিকমত কাজ করবে না । তিনি বলেন, অন্তত একটা ডিম কলা কিংবা দুধ সকালে তারা খেয়ে আসছে কিনা এ জিনিসটা নিশ্চিত করতে হবে। আমি চিন্তাভাবনা করছি স্কুলে একটা মিডডে মিল যদি দেয়া যায়। ডায়েট এন্ড নিউট্রিশন সাইকোলজিক্যাল গুলো আছে বাচ্চাদের অনেকের দেখা যায় যে স্কুলে অনেক অটিস্টিক বাচ্চা আছে আমরা হয়তো বুঝতে পারি না। এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের মধ্যে আনতে হবে অনেক স্কুলে দেখা যায় কোন চাইল্ড সাইকোলজিস্ট নাই যেটা খুবই জরুরি। বাচ্চাদের যখন চিকিৎসা করি ওই জিনিসটাকে আমরা সবসময় উপলব্ধি করি। গুরুত্বপূর্ণ কথা তোমাদের স্মার্টফোনের আসক্তি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। নির্দিস্ট সময়ের বেশি ইলেক্ট্রিক ডিভাইস চালানোর ফলে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্রেইনে অনেক বড় ধরণের ক্ষতি হয়। সুতরাং স্মার্টফোনের ব্যবহার কমাতে হবে। মোবাইলে আসক্তি থেকে বের হয়ে শারীরিক খেলাধুলা চর্চা বাড়াতে হবে।নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দিয়ে ডা. শাহাদাত বলেন, জ্ঞান অন্বেষণ করো। জ্ঞানের অর্জনের কোন বয়স নেই। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমাদের শিখতে হবে। মানে পুরা জীবনেই আমাদের জ্ঞান অন্বেষণের জন্য সংগ্রাম করতে হয়। তবে এর মধ্যে যে জিনিসটি দরকার সেটি হচ্ছে "নৈতিক" শিক্ষা। আমি একজন ডাক্তার হয়ে যখন একজন গরীব রোগীকে চিকিৎসা দেওয়ার মনোবৃত্তি থাকবে না, তখন আমার এ শিক্ষার কোন দাম থাকবে না। ওটা কোন আলোকিত শিক্ষা নয়। আলোকিত শিক্ষা হচ্ছে সেটা, যখন আমি ডাক্তার হয়ে গেলাম আমি একজন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দিলাম, তাকে কিছু ওষুধ দিলাম, সেটাই হলো আলোকিত শিক্ষা এবং এই শিক্ষাটাই আমাদের দরকার। আমি তোমাদের শুধু এটুকুই বলব যে, সকলকে এ ধরনের ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। তাহলেই আমরা একদিন দুর্নীতিমুক্ত, সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়তে পারবো।পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দিতে শিক্ষকদের ভূমিকা প্রত্যাশা করে মেয়র বলেন, আমি যেটার উপর জোর দিব সেটা হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। আপনারা ছাত্রদেরকে শিখাতে পারেন সবাইকে একটা চকলেট দিতে পারেন, চকলেটের কাভারটা ছেলেরা কোথায় ফেলছে তা পরিলক্ষণ করলেন। কাভারটা সে নিচে ফেলল না, ডাস্টবিনে ফেলল। যারা ডাস্টবিনে ফেলেছে তাদেরকে একটা শ্রেণী। আর যারা ডাস্টবিনে ফেলল না তাদেরকে আরেকটা শ্রেণী তৈরি করবেন। এবং তাদেরকে ওভাবে শিক্ষা দিতে হবে যেন সে পরবর্তীতে যাতে সেটা ডাস্টবিন ফেলে। কারণ এই স্কুল থেকে তাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে। স্কুল এমন একটি জায়গা যেটার প্রতিচ্ছবি বা রিফলেকশন স্থায়ী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, শিক্ষা কর্মকর্তা মোছাম্মৎ রাশেদা আক্তার, প্রধান শিক্ষক তমিজ উদ্দিন, আবু তালেব চৌধুরী বেলাল, শাহেদুল কবির চৌধুরী, আক্তার হোসেন, নিকাশ ধর, লুৎফুর নেছা খানম, শাহিনুর জাহান, আহমেদ হোসেন, বিপ্লব ভট্টাচার্য সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ।

জামালখানের জমে থাকা বর্জ্য ২ দিনে পরিস্কারের নির্দেশ মেয়র শাহাদাতের

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২১ নং জামালখান ওয়ার্ড পরিদর্শনে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। এসময় আগামী ২ দিনের মধ্যে জামালখানের বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা ময়লা অপসারণের নির্দেশ দেন তিনি। সোমবার জামালখান ওয়ার্ডে পরিদর্শনকালে কিছু কিছু জায়গায় অপরিস্কার-অপরিচ্ছন্ন দেখেন মেয়র শাহাদাত হোসেন। পরে ওয়ার্ডের সুপারভাইজারকে ওই জায়গা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করতে দুই দিনের সময় দেন। আর দুই দিনের মধ্যে শেষ করতে না পারলে চাকরি চলে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন চসিক মেয়র শাহাদাত হোসেন। মেয়র ওয়ার্ডে নিয়োজিত পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মীদের হাজিরা নেন। এসময় স্থানীয়রা বলেন, একসময় ওয়ার্ডের অনেক পরিচ্ছন্নকর্মী কাজ করতেননা। ডা. শাহাদাত হোসেন মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ওয়ার্ডগুলোতে পরিদর্শনে গিয়ে হাজিরা নেওয়ায় ওয়ার্ড পর্যায়ে কাজের গতি বেড়েছে।মেয়র সুপারভাইজারকে বলেন, আপনাকে দুদিনের সময় দিচ্ছি। দুদিনের মধ্যে পরিস্কার করতে হবে। আর না হয় আপনার চাকরি চলে যেতে পারে। আমি স্থায়ী-অস্থায়ী দেখবো না, আমার কাজ দরকার।এসময় মেয়র পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মীদের এলাকাবাসীর সামনে ডেকে নিয়ে উপস্থিত বাসিন্দাদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করেন তারা আসলেই কাজ করেন কি না। উপস্থিত বাসিন্দারাও যাদের মাঠে দেখেন না তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান মেয়রকে।

পরিছন্নতা কর্মকর্তা ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে চসিক মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেন, কোন ধরনের ফাঁকিবাজি করার চেষ্টা করবেন না। যে কাজকে আপনারা আপনাদের রুজি-রোজগার হিসেবে নিয়েছেন; সেটাকে আপনারা হক-হালালভাবে করার চেষ্টা করবেন। জনগণের দুর্ভোগ যাতে না হয় জনগণের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবেন। আমরা মনিটরিংয়ের মধ্যে আছি এবং সেটা সবসময় থাকবে। আমি প্রতিটি ওয়ার্ডে যাব। কাজ না করলে চাকরি থাকবেনা। নগরের ৪১টি ওয়ার্ডে কোন জনদুর্ভোগ দেখলে; সেটা রাস্তা হোক, ময়লা হোক, ডাস্টবিন হোক, মশা হোক বা অন্য কিছু হোক আপনার আমাকে জানাবেন। আমি অবশ্যই ব্যবস্থা নিব।

পরিদর্শনে আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার লতিফুল হক কাজমি, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা রক্তিম চৌধুরী, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মোঃ শরফুল ইসলাম মাহি, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মা, মেয়রের একান্ত সহকারী মারুফুল হক চৌধুরী (মারুফ) সহ পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮